দৈনিক ইত্তেফাক

JAN 13 2002

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

ঢা বি ছাত্র-ছাত্রীদের ভোগান্তি

# মার্কশিট ও সার্টিফিকেট তুলতে সময় লাগে ৭ দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অনার্স (সম্মান) বা মাস্টার্স পরীক্ষার মার্কশিট তুলতে সময় লাগে ৭ দিনের ও বেশি। সার্টিফিকেট তুলতে আরো বেশি সময় লাগে। ট্রান্সক্রিপ্ট পেতে সময় লাগে দেড় থেকে দুই মাস। এমনকি বিভিন্ন শ্রেণীতে বৃত্তির টাকা তুলতেও ছাত্রছাত্রীদের অনেক সময় লেগে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে বিভাগে ভর্তি হবার পর ছাত্র-ছাত্রীদের এই সকল বিড়ম্বনার সূত্রপাত হয়। জানা যায়, প্রথমবর্ষের অনার্স পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হবার পর মার্কশিট উঠানোর জন্য প্রশাসনিক ভবন থেকে ৫ টাকা দিয়ে ফরম ক্রয় করে (১৪শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

## মার্কশিট ও সার্টিফিকেট

(৩য় পৃঃ পর)

তা পূরণ করে হলের প্রভোস্টের স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়। স্বাক্ষরের জন্য লেগে যায় একদিন। স্বাক্ষরের পর পুনরায় প্রশাসনিক ভবনে ফরমে টাকা লেখার জন্য আনতে হয়। সেখান থেকে টিএসসির জনতা ব্যাংকে গিয়ে অন্য একটি হলুদ রশিদ পূরণ করে ৭৫ টাকা জমা দিয়ে মূল ফরমে তো সংযোজন করে আবার প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলায় জমা দিলে ৪/৫ দিন পর এসে মার্কশিট নেয়ার জন্য বালা হয়। অনার্সের ৪ বছরেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দীর্ঘ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মার্কসিট তুলতে হয়। সার্টিফিকেট তুলতে একইভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হয়। ৭/৮ দিন পর মার্কশিট পাওয়ার পরও অধিকাংশ মার্কশিটে অনেক ত্রুটি দেখা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের ইনকোর্স ও টিউটরিয়াল নম্বর ভুল থাকে। এই নম্বর ঠিক করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং শিক্ষকদের পিছনে দৌড়াতে হয় অনেকদিন। ট্রান্সক্রিপ্ট তুলতে সবচেয়ে বেশি সময় লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কশিট, সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপট লেখা হয় হাতে। বৃত্তির টাকা তোলার জন্যও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনেক জায়গায় ধরনা দিতে হয়। এমনকি বৃত্তি এবং ট্রান্সক্রিপ্ট তোলার জন্য এই শাখায় অধিকাংশ সময় কর্মচারীদের উৎকোচও দিতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায়, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মার্কশিট, সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্টসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে হয়। মাত্র এক ঘন্টার নোটিসে সেখানে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়া যায়। এমনকি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও খুব সহজেই মার্কশিট সার্টিফিকেট তোলা যায়।